দৈনিক ইত্তেফাক

92
তারিখ SEP. 1 4 1999
পৃষ্ঠা কলাম

অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখায় অনিয়ম

গত ২৩শে আগষ্ট দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত জনৈক অভিভাবকের লেখা 'সিলেবাস প্রদানে গড়িমসি' শীর্ষক চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অগ্রণী স্কুলের এই অনিয়ম তুলিয়া ধরার জন্য পত্রলেখককে ধন্যবাদ জানাই। আমি তাঁহার সহিত একমত পোষণ করিয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু অনিয়ম তুলিয়া ধরিতে চাই। ঢাকা শহরে হাতেগোনা যে কয়েকটি নামকরা স্কুল রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অগ্রণী স্কুল একটি। এই স্কুলেও শুরু হইয়াছে জমজমাট কোচিং ব্যবসা। অত্র স্কুলের কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কোচিং ব্যবসার সহিত জড়িত। যেসব ছাত্রী সকল বিষয়ে পড়িবে তাহাদের জন্য এক হাজার টাকা এবং যাহারা শুধু ইংরেজী পড়িবে তাহাদের জন্য চারশত টাকা নির্ধারণ করা হইয়াছে। স্কুল ছুটির পরই শুরু হয় কোচিং ক্লাস। তখন ছাত্রীরা থাকে ক্লান্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাত্রীদের কোচিং করিতে হয়। কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁহারা কোচিং ক্লাস করাইয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। কোচিং-এ স্বল্পসংখ্যক প্রশ্ন দাগাইয়া দেওয়া হয়, যাহা পড়িলেই নিশ্চিত পাস এবং ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার বিষয়ে অধিক নম্বর পাওয়া যায়। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত অনিয়মগুলি দূর করিয়া স্কুলটির সুনাম অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

সিরাজুল ইসলাম,
১৮/এইচ, তল্লাবাগ,
ঢাকা ১২০৭।